দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 08 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

40

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ॥ ভর্তি করা থেকে ছাত্র নেতাদের বছরে আয় কোটি টাকা

খায়রুল আনোয়ার

শিক্ষার পরিবেশ ও নিয়মনীতি উপেক্ষা করে প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে ধারণ ক্ষমতার বেশি ছাত্র ভর্তি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কথিত ছাত্রনেতাদের আয়ের একটি বিরাট উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবলমাত্র ছাত্র ভর্তি করেই ছাত্রনেতারা প্রতিবছর কোটি টাকারও বেশি কামাই করছে। ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে একচ্ছত্র প্রভাব ও কর্তৃত্ব কায়েমের জন্য মাঝে মধ্যেই বিবদমান গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, হানাহানি চলছে জগন্নাথ কলেজে। অস্ত্রের ঝনঝনানি ও পেশীশক্তির কাছে জিম্মি হয়ে আছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। ফলে ক্যাম্পাস থেকে নির্বাসিত থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রসমাজ। এক সময়ের দেশের ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠান থেকে সুস্থ ছাত্র রাজনীতি চর্চাও উঠে গেছে।

মাত্র তিন একর জমির ওপর ৪টি একাডেমিক ভবন এবং মাত্র তিন শ' শিক্ষক। এর বিপরীতে কলেজে ছাত্র-

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

জগন্নাথ

(প্রথম পাতার পর)

ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। এই অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থাই বার বার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জন্ম দিচ্ছে, বললেন কলেজের এক প্রবীণ শিক্ষক। জানা যায়, ১৮টি বিভাগে অনার্স, মাস্টার্স ডিগ্রী প্রথম পর্ব এবং বিএ, বিএসসি ও বিকম-এ প্রতিবছর গড়ে ৭/৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে একটি অলিখিত নিয়ম চালু রয়েছে। ভর্তির লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে অর্থাৎ নিয়মনীতি অনুযায়ী ৫০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতো। বাকি ৫০ শতাংশ ভর্তি হতো মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে ছাত্রনেতাদের মাধ্যমে। গত কয়েক বছরে ছাত্রনেতাদের মাধ্যমে ছাত্র ভর্তির হার কিছু কমে আসে। তবে সে হারও এখন ৩০/৩৫ শতাংশের কম নয়। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত একটি তথ্য থেকেই দেখা যাবে ছাত্রনেতারা ছাত্র ভর্তি করিয়ে বছরে কি পরিমাণ অর্থ আয় করে থাকে। ছাত্রনেতারা ভর্তির জন্য ছাত্রপিছু ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা নেয়। গড়ে ৫ হাজার টাকা হিসাবেও ৮ হাজার ছাত্রের মধ্যে যদি ৩ হাজার ছাত্র তারা ভর্তি করায় তাহলেও প্রতিবছর তাদের আয় দেড় কোটি টাকা। ফি বছর এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আয়ের হাতছানি বিভিন্ন গ্রুপকে প্রলুব্ধ করে। আর তখনই কলেজ ক্যাম্পাসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়। ছাত্র ভর্তি ছাড়াও রয়েছে ছাত্র সংসদের নামে লাখো টাকা চাঁদা আদায়। এরপর রয়েছে আশপাশের বাণিজ্য ও বিপণি কেন্দ্র থেকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায়। এরশাদ সরকারের আমলে ব্যবসায়ীদের আটক করে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা ছিল নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী ও মহল্লাবাসীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। পুরান ঢাকার কয়েক হাজার মানুষের এই বিক্ষুব্ধ মিছিল কলেজের ১১টি ছাত্রাবাস ও মেস তছনছ করে এবং কোথাও কোথাও আগুন লাগিয়ে দেয়। এ ঘটনার পর বেশ কিছুদিন পরিস্থিতি শান্ত ছিল এবং বাণিজ্য ও বিপণি কেন্দ্র থেকে সরাসরি চাঁদা আদায় বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনার পর কলেজ সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা একটা রফা করে, মাসিক ভিত্তিতে সমিতি অফিস থেকে ব্যবসায়ীদের ইচ্ছানুসারে চাঁদা দেয়া হবে। সরাসরি বিপণি কেন্দ্র, দোকান বা ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা নেয়া যাবে না।